[2021] 2 এস. সি. আর. 545
এন. সুব্রামানিয়ান
বনাম
এম/এস অরুনা হোটেলস লিমিটেড এবং আরেকজন
(2019 সালের 187 নং দেওয়ানি আপিল)
3 মার্চ, 2021
[রোহিনটন ফালি নরিম্যান, বি. আর. গাভাই এবং হৃষিকেশ রায়,বিচারপতিগন]

দেউলিয়া ও দেউলিয়াত্ব অধিনিয়ম, 201 - ধারা 9 - বকেয়া বেতন - দাবি - আপিলকারী 2016 কোডের ধারা 9 এর অধীনে একটি আবেদন দাখিল করেছেন এবং সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তার কাছে 1.87 কোটি টাকা পাওনা ছিল, যা 1998 সাল থেকে 2013 সাল পর্যন্ত বকেয়া বেতন ছিল, এবং প্রদেয় বকেয়া বেতনের বেশ কয়েকটি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে শেষটি ছিল 30.09.2014 তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে প্রতিবাদী-কোম্পানি - জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল (এনসিএলটি)-এর প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক 30.09.2014 তারিখের দায়বদ্ধতার স্বীকৃতি পত্রটি উল্লেখ করে বক্তব্যে বলা হয়েছে যে মূল পরিমাণ 1.06 কোটি টাকা জমা দেওয়া হয়েছে, মামলাটি গ্রহণের জন্য আবেদন করা হয়েছে - ন্যাশনাল কোম্পানি আইন আপিল ট্রাইব্যুনাল (এনসিএলটি) এনসিএলটি -এর আদেশ বাতিল করে কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংস্থার 13.04.2016 তারিখের একটি চিঠি উল্লেখ করে এবং বলে যে আপিলকারীর দাবি নিষ্পত্তি হয়েছে সেই চিঠির ফলে - সুপ্রিম কোর্টের সামনে, বিবাদী কোম্পানি বিরোধিতা করে যে আপিলকারীর দাবির সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে - আপিলের উপর, বহাল: শেষ স্বীকৃতির তারিখ থেকে অর্থাৎ 30.09.2014 তারিখে এনসিএলটি-এর সামনে আবেদনটি দাখিল করার তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ 27.07.2017 তারিখ পর্যন্ত, তিন বছর অতিবাহিত হয়নি - অতএব, অন্তত কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত স্বীকৃতির পরিমাণ, কমপক্ষে 3 বছরের পূর্ববর্তী বকেয়া বেতন 30.09.2014 তারিখের সীমা অবশ্যই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং তাই আপিলকারীকে প্রদেয় হবে – 13.04.2016 তারিখের কর্মচারী ভবিষ্যনিধি তহবিলের চিঠিটি কেবল একটি লাল-হেরিং` ছিল, এবং বকেয়া বেতনের সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই যা প্রদান করতে হয়েছিল - এই ক্ষেত্রে, আপিলকারীর 9 নম্বর আবেদনটি গ্রহণের ক্ষেত্রে এনসিএলটি -এর রায় সঠিক - ফলস্বরূপ, এনসিএলটি-এর রায় ফাইলে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে - বিতর্কিত এনসিএলটি-এর রায়টি সেই অনুযায়ী বাতিল করা হয়েছে।

দেওয়ানী আবেদন এক্তিয়ারঃ দেওয়ানী আপিল নং 187 , 2019 সালের ।
জাতীয় আইন আপিল ট্রাইব্যুনাল (দেউলিয়া) 16.07.2018 তারিখের রায় ও আদেশ থেকে 2017 সালের সিএ (এটি) নং 290-এ ।

সঙ্গে

দেওয়ানি আপিল ডায়েরি নং 34841 , 34836 , 34839 2018 সালের।
ঋতিন রাই, মোহন পারাসরন, বরিষ্ঠ আইনজীবী , এস. সান্তানাম স্বামীনাথন, কার্তিক মালহোত্রা, শ্রীমতী অভিলাষা শ্রাবত, শ্রীমতী আর্তি রাজন, এ. কার্তিক, শ্রীমতী অদিতি দানি, অশ্বিন কুমার ডি. এস, বিষ্ণু কুমার, সুরভী মেহতা, আইনজীবীরা উপস্থিত দলগুলির জন্য।
আদালত কর্তৃক রায় প্রদান করেন

আর. এফ. নরিম্যান, বিচারপতি-

দেওয়ানী আবেদন নং 187 2019-সালের ।

1. হস্তক্ষেপের জন্য 2019 সালের আই. এ. নং 163654 খারিজ করা হয়েছে।

2. বর্তমান আপিলটি কর্পোরেট ঋণদাতার একজন প্রাক্তন কর্মচারী, অর্থাৎ উত্তরদাতা নং 1 কোম্পানি দ্বারা দায়ের করা হয়। আপিলকারী 01.01.1983-এ ব্যক্তিগত সহকারী হিসাবে কর্পোরেট ঋণদাতায় যোগ দিয়েছিলেন এবং বছরের পর বছর ধরে ম্যানেজার-সহ বেশ কয়েকটি পদোন্নতি পেয়েছিলেন প্রশাসন। 2013 সালে চাকরি ছাড়ার আগে তাঁর চূড়ান্ত পদবি ছিল জনসংযোগ ব্যবস্থাপক।

3. এই আপিলটি দেউলিয়া ও দেউলিয়াত্ব অধিনিয়ম, 2016 ["আইবিসি"] তারিখ 21.07.2017-এর ধারা 9-এর অধীনে আপিলকারীর দ্বারা করা একটি আবেদন থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই আবেদনে আপিলকারী বলেন যে, এই আবেদনপত্রের অর্থমূল্য হল 1.87 কোটি টাকা। 1998 সাল থেকে 2013 সাল পর্যন্ত বেতন বকেয়া থাকায় তাঁর কাছে 1 কোটি 87 লক্ষ টাকা বকেয়া ছিল, যখন তিনি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছিলেন, এবং বকেয়া পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধতার বেশ কয়েকটি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে শেষটি ছিল কোম্পানির প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দ্বারা 30.09.2014 তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে। কর্পোরেট ঋণদাতা উপরোক্ত ধারা 9-এর আবেদনে কোনও দায় অস্বীকার করে জবাব দিয়েছিলেন এবং যে কোনও ক্ষেত্রেই বলেছিলেন যে আবেদনকারীর দ্বারা করা দাবিগুলি সময়-নিষিদ্ধ। জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল ["এনসিএলটি"] তথ্যগুলি নির্ধারণ করার পরে এবং বিশেষত, 30.09.2014 তারিখের দায়বদ্ধতার চিঠির স্বীকৃতি নির্ধারণ করার পরে তার 17.11.2017 তারিখের রায়ে বলেছিল উল্লেখ করেছেন যে মূল অর্থের পরিমাণ হল 1.06 কোটি টাকা গ্রহণ করা হচ্ছে, একটি মামলা

ভর্তির জন্য রাখা হয়েছে। এটি একটি নির্দিষ্ট "পেমেন্ট ভাউচার"-এর কথাও উল্লেখ করেছে (যার উপর নির্ভর করেছিলেন পণ্ডিত পরামর্শদাতার দ্বারা কোম্পানি), উল্লেখ করে যে এই ভাউচারটি নিছক একটি লাল-হেরিং ছিল এবং যে কোনও ক্ষেত্রেই এর উপর নির্ভর করা যায় না। এন. সি. এল. টি-র মতে, খালি চোখে উক্ত ভাউচারটি দেখলেও বোঝা যায় যে আবেদনকারীর নাম সেই ব্যক্তির থেকে ভিন্ন কেউ পূরণ করেছেন। যিনি একটি ভিন্ন হাতের লেখায় পূরণ করেছেন যে প্রদত্ত পরিমাণ বকেয়া বেতনের "সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত" নিষ্পত্তির মধ্যে রয়েছে। এটিও ধরা হয়েছিল যে এই পেমেন্ট ভাউচারটি কেবল 6 মাসের বকেয়া বেতনের বকেয়া প্রদানের প্রমাণ ছিল যা নির্ধারিত তারিখে প্রদান করা হয়নি, তবে যা একবারে প্রদান করা হয়েছিল। যাই হোক না কেন, এনসিএলটি বলেছিল যে এই ভাউচারটি আপিলকারীর দাবির অংশ নয়।

4. এনসিএলটি তখন একটি দেওয়ানি মামলা দায়ের করে যা দায়ের করা হয়েছিল 06.07.2017 কর্পোরেট ঋণদাতার দ্বারা আই. বি. সি-র 8 ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি জারি করার এক সপ্তাহ পরে আপিলকারী (অর্থাৎ 29.06.2017-এ)। স্যুটটিতে নিম্নলিখিত প্রার্থনাগুলি ছিলঃ

"a) প্রথম বিবাদী কর্তৃক জারি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা 30.09.2006, 22.01.2013, 30.06.2013, 31.03.2014 এবং 30.09.2014 তারিখের বিজ্ঞপ্তি /চিঠিগুলিকে অকার্যকর ঘোষণা করা এবং বাদীকে আবদ্ধ করবে না,

b) দ্বিতীয় আসামীকে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর নির্ভর করা বা তার বিরুদ্ধে দাবি করা থেকে বিরত রাখার জন্য স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা 30.09.2006, 22.01.2013, 30.06.2013, 31.03.2014 এবং 30.09.2014 তারিখের চিঠি/বিজ্ঞপ্তি।

এনসিএলটি আরও বলেছে যে মামলাটি কোম্পানির দায়বদ্ধতার স্বীকৃতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য একটি মরিয়া প্রচেষ্টা ছিল এবং এটি "দুর্বোধ্য, প্রতারণামূলক এবং দুষ্টু" বলে মনে হয়।

5. শ্রী রিতিন রাই, বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী আপিলকারী, আমাদের জানান যে এই মামলাটি মামলা না চালানোর জন্য খারিজ করা হয়েছে। আমাদের জানানো হয়েছে যে ফাইলটিতে মামলাটি পুনরুদ্ধার করার জন্য একটি আবেদন হল অপেক্ষমাণ।

6. সীমাবদ্ধতার বিষয়টি উল্লেখ করে, এনসিএলটি আপিলকারীর পক্ষে রায় দেয়, 30.09.2014 তারিখের স্বীকৃতির উপর নির্ভর করে, যার ফলস্বরূপ, এটি আবেদনটি গ্রহণ করে এবং একটি অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন পেশাদার নিয়োগ করে এবং আইবিসির 14 ধারার অধীনে একটি স্থগিতাদেশ জারি করে। কর্পোরেট ঋণদাতার একজন শেয়ারহোল্ডারের দায়ের করা আবেদনে (অর্থাৎ আমাদের সামনে উত্তরদাতা নং 2, জাতীয় কোম্পানি আইন আপিল ট্রাইব্যুনাল ["এন. সি. এল. এ. টি"] কর্মচারী প্রভিডেন্ট -এর একটি চিঠির উল্লেখ করেছে।

তহবিল সংস্থা 13.04.2016 তারিখ দিয়েছে এবং বলেছে যে সেই চিঠির ফলস্বরূপ আপিলকারীর দাবি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এটি তখন, একটি রহস্যময়, সীমাবদ্ধতার বিন্দুতে চলে যায় এবং রেকর্ড করেঃ

"7. উত্তরদাতা-("কার্যকরী ঋণদাতা") নিজেই আবেদন করেছেন যে 1998 সাল থেকে বেতন বকেয়া রয়েছে যা প্রদান করা হয়নি কিন্তু 1998 থেকে 2016 সময়কালের বকেয়া বেতনের দাবি বাড়াতে বিলম্ব হয়েছে ব্যাখ্যা করা হয়নি।

***

9. বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, বকেয়া বেতন নিয়ে বিতর্ক রয়েছে এবং উত্তরদাতাও ব্যর্থ হয়েছেন। 1998 থেকে 2016 সাল পর্যন্ত বকেয়া দাবি করতে বিলম্বের ব্যাখ্যা দিতে (প্রায় 18 বছর বিলম্ব), আমরা মনে করি যে 9 ধারার অধীনে আবেদনটি রক্ষণযোগ্য ছিল না।

7. এই কারণগুলির জন্য, এই সত্য সহ যে অনুযায়ী এন. সি. এল. এ. টি, একটি বিতর্ক উত্থাপিত হয়েছে, এন. সি. এল. এ. টি রায় দিয়েছে যে এন. সি. এল. টি বিষয়টি স্বীকার করার ক্ষেত্রে ভুল ছিল, এবং এইভাবে আপিলের অনুমতি দেয় এবং এন. সি. এল. টি-র আদেশ বাতিল করে দেয়।

8. আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রাই তিনটি স্বীকৃতির কথা উল্লেখ করেছেন যা রেকর্ডে রয়েছে। প্রথমটি হল 30.09.2006 তারিখের একটি চিঠি যা 01.01.2000 থেকে আপিলকারীকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়ার প্রকৃত তারিখ পর্যন্ত বেতন প্রদানের বকেয়া স্বীকার করে। দ্বিতীয়টি হল 30.06.2013 তারিখের একটি চিঠি যাতে বলা হয়েছে যে "অ্যাকাউন্টগুলি নিষ্পত্তি করা হবে" কারণ আপিলকারী এখন চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি 30.09.2014 তারিখের তৃতীয় চিঠির উপর জোর দিয়েছিলেন, যা এর সাথে 1998 সাল থেকে শেষ তারিখ পর্যন্ত সঠিক পরিমাণের তালিকা যুক্ত করেছিল। অবসর গ্রহণের পরিমাণ ছিল প্রায় 1. 06 কোটি টাকা। তাঁর মতে, এই সমস্ত স্বীকৃতিগুলি দেখাবে যে বকেয়া এবং আপিলকারীকে প্রদেয় অর্থ সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ বলা যাবে না। একইভাবে, এমপ্লয়িজ ফান্ড অর্গানাইজেশনের চিঠিটি কেবল একটি লাল-হেরিং, এবং এই মামলার তথ্যের সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই, এবং এটি স্পষ্ট যে দায়বদ্ধতার স্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে কোনও "বিরোধের" প্রশ্নই ওঠে না। অন্যদিকে, এই মূল অর্থের পরিমাণ ধরা পড়ে 1.06 কোটি টাকা আপিলকারীর প্রাপ্য।

9. শ্রী মোহন পারাসরন, এর জন্য শিক্ষিত সিনিয়র আইনজীবী উত্তরদাতা কোম্পানি, যুক্তি দিয়েছে যে একটি নতুন ব্যবস্থাপনা দায়িত্ব গ্রহণ করেছে 2015 সালে কোম্পানি, এবং আপিলকারীর প্রাপ্য পরিমাণও ছিল না

কর্পোরেট ঋণদাতার বার্ষিক প্রতিবেদনে বা 27.07.2015 তারিখের একটি যথাযথ অধ্যবসায় প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়। সংযুক্তি সহ প্রতিবেদনটি পড়া থেকে যা স্পষ্ট হয় তা হল, 77 জন কর্মচারীর বিভিন্ন পরিমাণ পাওনা ছিল যা নতুন কর্মচারীদের দ্বারা পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। ব্যবস্থাপনা এর অনুপস্থিতির কারণে যা লক্ষণীয় তা হল পূর্বোক্ত সংযুক্তিগুলিতে আপিলকারীর নাম, এবং তাই, শ্রী পারাসরণের মতে, আপিলকারীর কাছে কোনও পরিমাণ বকেয়া ছিল না। যাই হোক না কেন, তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে এন. সি. এল. এ. টি সঠিকভাবে তথ্যের প্রশংসা করেছে, এবং আবেদনকারী স্পষ্টতই সময়সাপেক্ষ। একটি বিকল্প যুক্তি হিসাবে, আদালত যদি এন. সি. এল. এ. টি-র রায় বাতিল করে দেয়, তবে ধারা 9-এর আবেদন গ্রহণের ক্ষেত্রে এন. সি. এল. টি যোগ্যতার দিক থেকে সঠিক ছিল কিনা তা শুনানির জন্য এটিকে প্রত্যাহার করা উচিত।

10. উভয় পক্ষের কৌঁসুলির কথা শোনার পর, যা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল শেষ স্বীকৃতির তারিখ থেকে অর্থাৎ এন. সি. এল. টি-র কাছে পিটিশন দায়ের করার তারিখ অর্থাৎ 27.07.2017 পর্যন্ত তিন বছর অতিবাহিত হয়নি। অতএব, কমপক্ষে-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্পোরেট ঋণদাতার দ্বারা প্রদত্ত স্বীকৃতির পরিমাণ পর্যন্ত, 30.09.2014-এর আগে কমপক্ষে 3 বছরের জন্য বকেয়া বেতন অবশ্যই সীমাবদ্ধতার মধ্যে থাকবে, এবং অতএব আবেদনকারীকে প্রদেয়। এই ক্ষেত্রে, এটা স্পষ্ট যে আপিলকারীর 9 নং ধারা আবেদন গ্রহণের ক্ষেত্রে এনসিএলটি-র রায় সঠিক। শ্রী রাই সঠিকভাবে উল্লেখ করেছেন যে 13.04.2016 তারিখের কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ড/ ভবিষ্যৎ নিধি তহবিল চিঠিটি কেবল একটি লাল-হেরিং ছিল এবং বকেয়া বেতনের সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই যা প্রদান করতে হয়েছিল। এটি স্পষ্ট যে দায়বদ্ধতার একটি স্বীকৃতি রয়েছে, যা তাই দেখায় যে আপিলকারীর কাছে বকেয়া পরিমাণ সম্পর্কে কোনও "বিতর্ক" নেই। তদানুসারে বিতর্কিত এন. সি. এল. এ. টি-র রায় বাতিল করা হয়। ফলস্বরূপ, এন. সি. এল. টি-র রায় ফাইলটিতে পুনরুদ্ধার করা হয়। এই রায়ে যা বলা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রী পারাসরণের বিকল্প যুক্তিও খারিজ হয়ে যায়।

11. এইভাবে আপিল অনুমোদিত।

<u>দেওয়ানী আপীল ডায়েরি নং 34841 2018 সালের, দেওয়ানী আপীল ডায়েরি নং 34836 2018 এবং দেওয়ানী আপীল ডায়েরি নং 34839 2018 সালের</u>

12. দেওয়ানি আপিল দায়ের করার অনুমতি প্রত্যাখ্যান করা হয়।

অঙ্কিত জ্ঞান

আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।